দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 JUN 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ... ১ .....

32

বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য

(৫-এর পৃষ্ঠার পর)

নয়। আমাদের আমলাশাসিত দেশে এমন ঘটনাই ঘটছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না।" সে ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষকদের ভিক্ষার আকাড়া চাল থেকে কেটে নিয়ে যে তহবিল গঠন করা হবে তা কি শিক্ষকরা চাকরিশেষে পাবেন? পাওয়ার পথটা কতটা কুসুমাস্তীর্ণ? বড়ই অন্ধকার। বড়ই জটিল, কন্টকাকীর্ণ শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনার পথটি। সামান্যতম ন্যায্য পাওনাটি আদায় করতে বেসরকারি শিক্ষকদের জীবন খোয়াতে হয়েছে। রাজপথে অনশন করতে হয়েছে। সেই শিক্ষকরা যখন বৃদ্ধ বয়সে কল্যাণ তহবিলের টাকার জন্য লাঠিতে ভর দিয়ে, অভুক্ত পেটে সংশ্লিষ্ট অফিসে দৌড়াতে থাকবেন, আর হয়রানির শিকার হয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখবেন তখন আমও যাবে ছালাও যাবে।

কারা এই টাকা হ্যান্ডেলিং করবে, তা আমাদের জানা জরুরি। সমাজে এবং আমলাদের কাছে বেসরকারি শিক্ষকরা এতই উপেক্ষিত যে, তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

বোধকরি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ব্যাপারটি আঁচ করেছেন। তাই তারা এই তহবিল গঠনে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছেন। পত্রিকায় দেখলাম, সরকার তা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও আশংকামুক্ত হতে পারি না। এ তহবিল গঠনে যারা উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে শিক্ষকদের তহবিলের টাকা পাওয়ার গ্যারান্টি কোথায়? টাকা পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।

বিগত সরকারের আমলে শিক্ষক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছিল। শিক্ষকদের কাছ থেকে আংশিক টাকাও কেটে নেয়া হয়েছিল। সে অবস্থায় কোন কোন শিক্ষক মারা গেছেন, কোন কোন শিক্ষক অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কল্যাণ তহবিলের টাকা পাননি। একথা শিক্ষক নেতৃবৃন্দই পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন।

উদ্যোগটি শুভ এতে সন্দেহ নেই। বেসরকারি শিক্ষকগণ শেষ জীবনে যদি এককালীন কিছু টাকা পান তাহলে তাদের বড় রকম উপকার হবে। জগৎ সংসারের নিদারুণ অবহেলা থেকে তারা রেহাই পাবেন। অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন, কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না। কিন্তু কথা ঐ একটাই- এককালীন টাকাটা পাওয়ার নিশ্চয়তা কতটুকু?